তারিখ ..... 18 APR 2017
..... ৪ ..... ২ .....

যুগান্তর

আলোর নিচে অন্ধকার

মুহাম্মদ মূসা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। রূপে-গুণে-জ্ঞানে-কৌশলে শ্রেষ্ঠ। তেমনি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যটাও সেরা। মানুষের যেমন রয়েছে সব সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব, তেমনি রয়েছে মানুষের প্রতিও কর্তব্য। আমরা অবচেতনভাবেই মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদে খুঁজে পাই। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো, উঁচু-নীচু নানা রকম শ্রেণী। তবে খুব কম সময়েই ভাবি, কেন এই শ্রেণীভেদ। কীভাবে এর থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। অভাবী শ্রেণী সবসময় চায় তাদের অভাব দূর হোক। অর্থের অভাব, জ্ঞানের অভাব, নিরাপত্তার অভাব, সম্মানের অভাব— সবকিছুর অভাব থেকে সে মুক্তি চায়। এর বিপরীত কিছু সামর্থ্যবান মানুষও চায় অভাবীদের মুক্তি দিতে। কিন্তু আমাদের প্রক্রিয়া বা চেষ্টার কোনো এক জায়গায় গিয়ে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এর পেছনেও রয়েছে আমাদের দুর্বলতা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কথাই বলি। একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। উদ্দেশ্য, দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। জ্ঞানচর্চার বিশাল সমুদ্রে পরিভ্রমণ করে নিজের ও জাতির কল্যাণের পথ খুঁজে বের করা। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা তাকে যেমন আলোকিত করবে, তেমনি সে আলোকিত করবে জাতিকে। জাতির জন্য তথা মানবসমাজের জন্য তার করণীয়ও বেড়ে যাবে।

অথচ বাস্তবে আমরা কী দেখি? বাড়ছে ডিগ্রিধারী মানুষের সংখ্যা। এতে সমাজ চিত্রে কি বিশেষ কোনো পরিবর্তন এসেছে? বাদামওয়ালা ছেলেটা তো আগের মতোই বাদাম বিক্রি করছে। এক-একজন ত্রিশ বছর ধরে চা বিক্রি করে যাচ্ছে। কেউ আবার ভিক্ষা করছে আরও বেশি বছর ধরে। যে ছেলেটা ১৭ বছর আগে ক্যান্টিনে কাজ করতে এসেছে, সে এখন হয়তো মেসের বাবুর্চি। অবস্থার এটুকুই পরিবর্তন হয়েছে। ফলে একটা শ্রেণী নিচেই থেকে যাচ্ছে। যে শিক্ষার্থীরা শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলবে, সে সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবারটা খেয়ে যাচ্ছে কোনো এক শিশুশ্রমিকের হাতেই। যে ব্যক্তি সারা দেশে জ্ঞানের আলো ছড়াবে, জাতিকে আলোকিত করবে, তার সামনেই ঘুরছে হাজারও নিরক্ষর। আসলে আমরা সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছি নন্দলালের মতো কোনো একদিন সমগ্র জাতিকে একসঙ্গে বদলে দেব বলে। অবস্থাটা এমন যে, চারপাশের অবস্থা, অন্যায়, বৈষম্য আর কঠিন বাস্তবতা আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না। একটা সময় আসবে, যখন এসব আর অন্যায় বা বৈষম্য বলেই মনে হবে না। এমনটাই হচ্ছে চারদিকে।

পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র যদি আমরা বিজ্ঞান গবেষণা, আবিষ্কার ইত্যাদি দিয়ে বিবেচনা করি, তবে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ, মানবিক মূল্যবোধ আর আত্মতৃপ্তি বাড়েনি একবিন্দুও। আমরা যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব আছে, যে অধিকার আছে, তা আগে আমাদের নিজেদের জানা উচিত। আর চিন্তার বাস্তবায়ন না হলে আলোক উৎসের কাছের অংশ অন্ধকারই থাকবে। ফলে ব্যর্থ হবে প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। তাই যার যার অবস্থান থেকে সমাজের প্রতি সুনজর রাখা সমাজ উন্নয়নের অন্যতম শর্ত।

মুহাম্মদ মূসা : *শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর